গণশুণানীতে আলোচিত বিষয় ও গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

২৭.১২.২০২২ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ কর্তৃক উপপরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত গণশুণানীতে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যা এবং তৎপ্রেক্ষিতে গৃহিত ব্যবস্থা নিম্নরুপঃ

১. জনাব মো: হাকিদুল, মৎস্যচাষী, নকলা, শেরপুর, মৎস্যখাদ্যের দামের সাথে উৎপাদিত মাছের বাজার মূল্যের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যাপূর্বক মাছচাষে মুনাফা অর্জন কষ্টসাধ্য মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ বলেন আধুনিক মাছচাষ খাবার নির্ভর হলেও পুকুরের অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক অবস্থা বিশেষত তাপমাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারেটরের ব্যবহার, পানি বদল ও তলার কাদা পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকলে মাছের কাঙ্খিত বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ অনেকটা কেমানো সম্ভব। তদুপরি মাছের খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে মর্মেও উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ জানান।

২. মোঃ নজরুল ইসলাম, মৎস্যচাষি ও মৎস্যখাদ্য বিক্রেতা, জামালপুর সদর মৎস্যখাদ্যের উচ্চমূল্য, গুণগতমানসম্পন্ন পোনার অভাব ও অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিনামূল্যে অ্যারেটর ও উৎপাদিত মৎস্য পরিবহণে যানবাহন প্রদানের প্রস্তাব করেন।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ বলেন হ্যাচারি আইন ২০১০ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ ২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) হতে এআইএফ-২ ও ৩ এর আওতায় সিআইজি সদস্যগণের অনেককেই আরেটর ও পিকআপ ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি প্লাস্টিক ড্রাম ও শ্যালো ইঞ্জিন ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে অ্যারেটর বানানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

৩. জনাব মো: মানিক, মৎস্যজীবী, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, বলেন যে বর্ষাকালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্ত জলাশয়ে আইন বাস্তবায়নকালে জেলেদের প্রণোদনা প্রয়োজন।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ বলেন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে ইলিশ জেলেদের ভিজিএফ প্রদান করা হয়। মুক্ত জলাশয়ে আহরণ নিষিদ্ধ সময় ঘোষিত হলে মৎস্য অধিদপ্তর প্রণোদনার বিষয়টি বিবেচনা করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৪. জনাব মোঃ সিরাজুল হক, মৎস্যখাদ্য বিক্রেতা ও চাষি, জামালপুর, মৎস্যখাদ্যের দামের সাথে উৎপাদিত মাছের বাজার মূল্যের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যাপূর্বক মাছচাষে মুনাফা অর্জন কষ্টসাধ্য মর্মে মতামত ব্যক্ত করে মাছচাষ লাভজনক করার উপায় এবং ভাল পোনা প্রাপ্তির বিষয়ে জানতে চান।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ এ প্রেক্ষিতে স্বল্প খরচে মাছচাষ বিষয়ক তাঁর রচিত পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে অনুসরণ করার এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও সরকার নিবন্ধিত হ্যাচারিসমূহ হতে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৫. জনাব স্বপ্না পারভীন বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীগণের ভর্তুকি প্রাপ্তি ও বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে কৃষির অনুরূপ বিল ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ বিষয় দুটি সদাশয় সরকার অবগত উল্লেখপূর্বক উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে পূনরায় অবহিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৬. জনাব সাহাবুল আলম, মৎস্যজীবী মদন, নেত্রকোণা শুষ্ক মৌসুমে হাওর শুকিয়ে যাওয়া ও কৃষি সেচে হাওরের পানি ব্যবহৃত হওয়ায় মা মাছের আবাসস্থল সংকটের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

গৃহিত পদক্ষেপঃ উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনের উল্লেখপূর্বক উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন, নেত্রকোণাকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি তিনি সামাজিক সচেতনতার বিষয় উল্লেখ করে জন প্রতিনিধিগণের ইতিবাচক ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

সংযুক্তি: উপস্থিতির তালিকা

২৭/৩/২২

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ বিভাগ